ঘুরে আসি গজলক্ষ্মী প্যালেস

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

রাজবাড়ী পৌঁছেই সোজা যাওয়া হল সিংহ দরজার দিকে। সিংহ দরজাটা খুলতেই হাসিমুখে এক সুদর্শন ব্যক্তি এগিয়ে এলেন - স্বাগতম, আমি মহীতোষ সিংহ রায়। আর আপনি নিশ্চই গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র ?' মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে বললেন, 'আর তারমানে আপনি রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাসের লেখক জটায়ু? 'ফেলুদা অমনি প্রতিনমস্কার জানিয়ে তোপসেকে দেখিয়ে বললেন,' আর এ হলো আমার খুড়তুতো ভাই তোপসে 'বাড়ির বাইরে গাড়ীবারান্দার সামনে দাঁড়িয়েই প্রাথমিক পরিচয়পর্ব সেরে নিয়ে মহীতোষ বাবু ফেলুদাকে নিয়ে ঢুকলেন রাজবাড়ীর ভেতরে। বহুকালের ইতিহাস মাখা রাজবাড়ীর প্রতিটি ইট, প্রতিটি পাথরে এখনো যেন লেগে আছে প্রাচীন কালের হাজারো স্মৃতির গন্ধ। কালবুনির জঙ্গলের পূর্ব দিকেই গল্পের রাজবাড়ীর এক বিরাট বসবার ঘরে সুদৃশ্য কাঠের চেয়ারে বসে তখন দ্বিতীয় পর্বের গল্প - আড্ডা চলছে। একদিকে সকলের প্রিয় বিখ্যাত গোয়েন্দা ফেলু মিত্তির ওরফে ফেলুদা, পাশে বসে জটায়ু, তোপসে। অন্যদিকের চেয়ারে বসে গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র মহীতোষ সিংহরায়। মহীতোষ বাবু একের পর এক তার পূর্বপুরুষদের বাঘ শিকারের গা ছমছমে গল্প শুনিয়ে যাচ্ছেন... আর, ঠিক এখানেই ক্যুইজ মাষ্টার সিনেমার ভিসুয়ালটাকে হাতে থাকা রিমট দিয়ে আটকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বলুন তো এটি কোন সিনেমার অংশ?

হলে থাকা এক রাস দর্শক যারা এতক্ষণ মন দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ভিজুয়ালটি দেখছিলেন সকলেই হাত তুলতে তুলতেই চেঁচিয়ে উঠলেন 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য'। এবার কুইজ মাষ্টারের প্রশ্ন 'ছবিটি কে পরিচালনা করেছিলেন? এবারও সমস্বরে উত্তর এলো 'সন্দীপ রায়'। এই বার ক্যুইজ মাষ্টার একটু মুচকি হাসলেন। উপস্থিত সকলে তার মুচকি হাসার পেছনে বুঝে নিলেন যে পরের প্রশ্নবাণটি নিরঘাত মারাত্মক কঠিন হতে চলেছে। এবার কুইজ মাষ্টার শুরু করলেন 'আচ্ছা বলুনতো ছবিতে রাজবাড়ীটি আসলে কোথায়? কোথায় এর শুটিং হয়েছিল? আলতো একটা দীর্ঘশ্বাস যেন নেমে এল উপস্থিত সকলের মনে। সবাই আশা করে রেখে ছিল আরও অনেক কঠিন প্রশ্নের। এবার আরও জোরে আওয়াজ 'ডুয়ার্স, ডুয়ার্স, ডুয়ার্স' কুইজ মাষ্টার এগিয়ে এলেন, আবার সেই মুচকি হাসি, বলে উথলেন "ভুল উত্তর"। হল ঘর একেবারে চুপ মানে যাকে বলা যায় পিন ড্রপ সাইলেন্স। এবার কুইজ মাষ্টার বলতে শুরু করলেন "সত্যজিৎ রায়ের রয়েল বেঙ্গল রহস্যের গল্পের পটভূমি ছিলো ডুয়ার্সের ঘন জঙ্গলে। কিন্তু লিখিত গল্পকে রুপোলী পর্দায় নিয়ে আসতে গিয়ে লেখকের পুত্র সন্দীপ রায়ের দরকার হয়ে পরেছিল ঘন জঙ্গলের মধ্যে এক জমিদার বাড়ির।

খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলেন উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ঢেঙ্কানল এলাকার একটি প্রাচীন জমিদার বাড়ী। বাড়ির কর্তা রয়্যাল ফ্যামিলির বর্তমান উত্তরাধিকারী কুমারসাহেব জেপি সিং দেও তার পরিবার নিয়ে এখানেই বাস করেন। উড়িষ্যার মেঘনা পাহাড়ের পাদদেশে চারিদিকে সবুজে ঘেরা ঘন জঙ্গলের মধ্যে এক প্রাচীন জমিদারী অহংকার নিয়ে মাথা উঁচু করে আছে গজলক্ষ্মী প্যালেস। চারিদিকের পরিবেশ দেখেই পরিচালক এখানেই শ্যুটিং করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তৈরি হলো সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত রহস্য গল্প - রয়েল বেঙ্গল রহস্য"।

গুগল সার্চ করে এই জায়গার সন্ধান পেতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না। যোগাযোগ করে জানা গেল ভ্রমণপ্রেমীদের জন্য পাহাড়ের কোলে ঘন জঙ্গলে ঘেরা গজলক্ষ্মী প্যালেসে রাত্রিবাসের মধ্যদিয়ে এক অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবার জন্য কুমার সাহেবের ছেলে জিতেন্দ্র সিং দেও এবং তার স্ত্রী নভনীতা এই প্যালেসে যাবতীয় অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের ব্যবস্থা করেছেন। আট থেকে দশজন ট্যুরিস্টের একসাথে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত রয়েছে এই রয়্যাল প্যালেসে। জ্যোৎস্না ধোয়া চাঁদনীরাতে রয়্যাল বিছানায় শুয়ে কাঁচের জানালা দিয়ে উপভোগ করতে পারেন প্রাসাদের চারিদিকের ঘন জঙ্গলের ওপর মেঘনা পাহাড়ের ছায়া। পরদিন হেঁটে বা গাড়িতে করে ঘুরে আসতে পারেন জোরান্ডা টেম্পল, অষ্টশম্ভু মন্দির,সাটাকোশিয়া স্যাঞ্চুরী, উপজাতিদের গ্রাম অথবা ঢেউ খেলানো বুনো পথে ঘুরতে ঘুরতে ক্যামেরা বন্দী করুন রঙবেরঙের নাম না জানা রঙিন পাখির ছবি।

গাড়িতে করে জঙ্গল পথে যেতে যেতে আচমকাই চোখের সামনে এসে যেতে পারে বুনো হাতির পাল,হরিণ, সম্বর অথবা লেপার্ড। পাহাড়ি বুনো পথ ধরে ট্রেক করে পেতে পারেন অসাধারণ অ্যাডভেঞ্চারের অভিঙ্গতা। অথবা সন্ধ্যার অস্তমিত সূর্যের সামনে ঝুলবারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আপনার প্রিয়জনের সাথে উষ্ণ চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে পূর্বঘাটের দিগন্ত বিস্তৃত সবুজে হোক আপনার কল্পনার রাজকীয় পুনরুত্থান। আর ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকা রাতের ছমছমে অন্ধকারে মোমবাতির মায়াবী আলোয় একান্তে রয়্যাল বারান্দায় বসে গল্পে গল্পে হয়ে উঠুন সত্যজিতের না - বলা গল্পের অজানা চরিত্র।

কিভাবে যাবেন: হাওড়া থেকে যে কোনো ট্রেনে করে ভুবনেশ্বর, সেখান থেকে ট্রেন বদলে ১:১৫ মিনিটের পথ। গাড়ী ভাড়া করেও ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে যেতে পারেন আপনার গন্তব্যস্থলে। এছাড়া প্রতি শনিবার

৮:৫৫ মিঃ হাওড়া থেকে সম্বলপুর সুপার এক্সপ্রেস করেও পরদিন ৩:৩৯ মিনিটে নামতে পারেন ঢেঙ্কানল (DNKL) স্টেশনে। সেখান থেকে গাড়িতে করে ১০ কিলোমিটার পথ পেরলেই গজলক্ষ্মী প্যালেস।

কোথায় থাকবেন: থাকার একমাত্র জায়গা কুমার সাহেব জেপি সিং দেওর রাজবাড়ী। থাকা খাওয়া সহ প্যাকেজ অনুযায়ী প্যাকেজ মানি ঠিক হয়। ফোন করে নিন – ৯৮৬১০১১২২১ অথবা ই মেল করুন – navneeta.singhdeo@gmail.com